প্রয়োজন সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ভারসাম্য

ড. এম আজিজুর রহমান

একটি উন্নয়নশীল সমাজ ও জাতি চায় দেশের সামগ্রিক উৎপাদন, আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে বেকার সমস্যা দূর করতে, পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার মূল্যে স্থিতিস্থাপকতা আনতে ও সর্বোপরি আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা, যার মাধ্যমে উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি হবে। এ প্রেক্ষাপটে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করা জরুরি।

আমাদের দেশের শিক্ষার দু'টি ধারা– সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। এ দু'টি ধারায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি মানুষের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনশীলতা, ব্যবস্থাপনায় নৈপুণ্যতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিশ্রমী হওয়ার ক্ষমতা, সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি সব দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাস্তবমুখী উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সংমিশ্রণ। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে যদি দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা থাকে তাহলে দ্বিতীয় উত্তম বিকল্প হলো সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামকে অনতিবিলম্বে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল শিক্ষার বাস্তবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাহলে এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানবসম্পদে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

আমরা জানি, যেকোনো ধরনের ইতিবাচক শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন মানবজীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক। যেমন শুধু আইনের শাসন ও প্রয়োগের মাধ্যমেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সুষ্ঠু প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য মানুষকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়ার শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হতে হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরো যা দরকার তা হলো সমাজকে অনিয়ম ও দুর্নীতি মুক্ত করা। এ জন্য প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ধর্মভীরুতা, পরকাল ও পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস। এ বিষয়গুলো সাধারণ শিক্ষায় থাকলেও মূলত এগুলো আমরা বেশি মাত্রায় পাই মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে। আবার সাধারণ শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে আমরা যা বেশি পাই তা হলো পেশাগত জ্ঞান, ভাষাগত জ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান। সমাজ সচেতন ও নৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার জন্য সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা– এ দু'ধরনের কারিকুলামের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আছে তার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সাধারণ শিক্ষা ও ৩০ ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। দারিদ্র্যবিমোচন করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য দরকার পেশাগত, ভাষাগত জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সেই সাথে নৈতিক জ্ঞান সংবলিত চৌকস ও পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। মাদ্রাসা শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের ওপর বেশি জোর দেয়া এবং উৎপাদনমুখী জ্ঞানের ওপর কম জোর দেয়ার কারণে এ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ব্যাংক, বীমা, বহুজাতিক সংস্থা ও বিসিএস ক্যাডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের ওপর তুলনামূলক কম জোর দেয়ায় এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা ভালো চাকরির সুযোগ পেয়েও ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতির সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং সমগ্র দেশকে অস্থিতিশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ করে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। উপরন্তু কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন না হওয়ায় দারিদ্র্যবিমোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ আমাদের সামনে আরো কঠিন বাস্তবতায় নিপতিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য অনতিবিলম্বে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধন আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে, এই সমন্বয় সাধন যদি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয় তাহলে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে উভয় ধারার কারিকুলামকে সংস্কার করা প্রয়োজন। এ জন্য সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় ও নৈতিকতার ওপর আরো জোর দিতে হবে, যাতে এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের ধর্মভীরুতা ও আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে এবং তারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে না পড়ে। অন্য দিকে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে পেশাগত, ভাষাগত ও কারিগরি জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে এবং উৎপাদনশীল শিক্ষার উপযুক্ত ও বাস্তবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা এখন সময়ের যৌক্তিক দাবি।

ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। যেমন– দাখিল ও আলিম পরীক্ষাকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসির সমমান ধরা হয়েছে। একইভাবে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার পদ্ধতি যথাক্রমে বিএ ও এমএ পরীক্ষার সমমানের প্রস্তাবটি শিগগিরই অনুমোদন ও কার্যকরি হওয়ার পথে। কিন্তু শুধু সমমান সনদ প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মতো উৎপাদনশীল করা বাস্তবমুখী বা যথেষ্ট নয়। এ কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে ওপরে উল্লিখিত সংস্কারগুলো জরুরি। এর সাথে আরো প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, আধুনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। একই সাথে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পারলে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার বৈষম্য দূর হবে এবং উভয় ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সব ধরনের চাকরির উপযোগী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাবে এবং সাধারণ শিক্ষিতরা সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বাস্তবতায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে এভাবে সমান্তরাল গতিতে আলাদা রাখা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই দু'ধারার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাস্তবমুখী সমন্বয় ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রয়োগযোগ্য একটি ফলপ্রসূ ধারার প্রবর্তন করতে হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমভাবে মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং দেশের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ■

লেখক : ভাইস চান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা